ধান-ফুলে সেরা বাসুদেব

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর: জমি সামান্যই। কিন্তু প্রযুক্তি আর পরিকল্পনাতে টেক্কা দিয়েছেন তিনি। গোলাভরা ধান হয়েছে, ফলেছে হরেক সব্জি, মাঠ আলো করে ফুল ফুটিয়েছেন নাকাশিপাড়ার কৃষক বাসুদেব সরকার। তাঁর সেই প্রয়াসকে সম্মান জানালো রাজ্য সরকার।

মঙ্গলবার নাকাশিপাড়ার কাঁঠালবেড়িয়ার যুবক বাসুদেব জেলার সেরা কৃষকের সম্মান পেলেন। এ দিন দুপুরে কলকাতায় নজরুলমঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হাত থেকে তিনি জেলা 'কৃষক সম্মান' পুরস্কার নিয়েছেন। ২৫ হাজার টাকার চেক, সঙ্গে একটি মানপত্র পেয়েছেন তিনি।

F1

পৃষ্ঠা-১০

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫ই মার্চ ২০১৭

কৃষ্ণনগরের সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রী অরূপ রায়। নিজস্ব চিত্র

সমবায় সমিতিগুলিকে রাইস মিল করার আহ্বান মন্ত্রীর

বিএনএ, কৃষ্ণনগর: শক্তিশালী সমবায় সমিতিগুলিকে রাইস মিল করার আহ্বান জানালেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরে এসে মন্ত্রী বলেন, রাইস মিল মালিকদের জন্য ধান কেনার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। শক্তিশালী সমবায়গুলি রাইস মিল করলে, কারও কাছে আমাদের হাত পাততে হবে না।

এদিন বিকালে কৃষ্ণনগর-১ ব্লকের সুবর্ণবিহার সমবায় সমিতির নব নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায়, বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বাস, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান শিবনাথ চৌধুরি প্রমুখ। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শক্তিশালী সমবায় সমিতিগুলিকে রাইস মিল করতে আহ্বান জানান মন্ত্রী।

তিনি বলেন, নোট বাতিলের জন্য ধান কেনার প্রক্রিয়া কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। আমি সরকারি এজেন্সিগুলির চেয়ারম্যানদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন, কয়েক মাসের মধ্যে টার্গেট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কিছুক্ষেত্রে রাইস মিল মালিকদের অসহযোগিতা পেয়েছি। সমবায়গুলিকে বলছি, রাইস মিল করুন। রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য করবে। সমবায় সমিতি রাইস মিল করলে, কারও কাছে হাত পাততে হবে না।

সমবায় মন্ত্রীর অভিযোগ, রাইস মিল মালিকরা ধান কেনার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন। রাজ্যে ৮০শতাংশ ধানই সমবায়ের মাধ্যমে কেনা হয়। আমরা ধান কিনে খাদ্য দপ্তরকে দিই। তারা চাল সরবরাহ করে। এখনও পর্যন্ত সারা রাজ্যে সমবায়ের মাধ্যমে ৪লক্ষ ৪০হাজার মেট্রিকটন ধান কেনা হয়েছে। আমাদের টার্গেট রয়েছে ৭লক্ষ মেট্রিক টন। সমবায়ের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা উপকৃত হচ্ছেন বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য ১২৫কোটি টাকা ঋণ বরাদ্দ হয়েছে। দেশের আর কোনও রাজ্যে এত পরিমাণ ঋণ বরাদ্দ হয়নি। ঋণ নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা বিভিন্ন কাজ করছেন। তাঁরা স্বনির্ভর হচ্ছেন।সুবর্ণবিহার গ্রাম থেকে ফিরে মন্ত্রী কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠক করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, অতিরিক্ত জেলাশাসক(সাধারণ) প্রিয়ংকা সিংলা, জেলা খাদ্য নিয়ামক অসীম নন্দী প্রমুখ। বৈঠক শেষে সমবায় মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন চাষিদের উৎপাদিত ধানই আমরা কিনব। সেখান থেকেই চাল হবে। অন্য রাজ্য থেকে চাল আসবে না। এরজন্য সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনা শুরু হয়েছে। চাষিরা অনলাইনের মাধ্যমে টাকা পাচ্ছেন। কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে না। মন্ত্রী বলেন, সব জেলাতেই ধান কেনার গতি ভালো। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ধান কেনার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে।

Office of the Dist. Information & Cultural Officer
Nadia

বর্তমান ১৫ই মার্চ 2017

পৃষ্ঠা-৬